কলকাতার কাবুলিওয়ালা: অভিবাসন, অভিযোজন ও জীবনচর্যার পর্যালোচনা (১৮৯২-২০১৬)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে
পিএইচ.ডি (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

আনিসুল হক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা ৭০০০৩২

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রূপ কুমার বর্মণ

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

২০২৩

কলকাতার কাবুলিওয়ালা: অভিবাসন, অভিযোজন ও জীবনচর্যার পর্যালোচনা (১৮৯২-২০১৬)

কলকাতাতে যেমন অ-বাঙালি ভারতীয়রা অনেক আগে থেকেই রয়েছেন, তেমন করে গোটা পৃথিবী থেকে আসা জনগোষ্ঠীর বিরাট বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। তবে এঁদের মধ্যে আফগানদের নিয়ে সাধারণ মানুষের মনের মধ্য একটা আলাদা আকর্ষণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (Rabindranath Tagore) হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম আফগানরা উঠে এসেছিলেন 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মধ্য দিয়ে। যাঁরা আঠারো শতকের বিশ ও চল্লিশের দশকে কলকাতায় এসেছিলেন মূলত শুকনো ফল, হিং, সুরমা প্রভৃতি বিক্রয়কে পেশা হিসাবে বেছে নিয়ে।

ঔপনিবেশিক নথিতে কাবুলিওয়ালাদের কথা আলাদা ভাবে উল্লেখ না পাওয়া গেলেও, ব্রিটিশ ভারতে আফগানিস্তানের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ এই সময়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে আফগান পাঠানদের অংশগ্রহণ এবং সীমান্তগান্ধির সঙ্গে ভারতীয় নেতৃবর্গের যোগাযোগ সে কথা প্রমাণ করে। পরবর্তীকালে দীর্ঘ ইতিহাসের পথ ধরে আফগানিস্তানের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন এবং সংকটজনিত কারণে আফগানিস্তান থেকে অগণিত মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অভিবাসিত হতে শুরু করেন। যাঁদের মধ্য একাংশ ভারতবর্ষকে বেছে নিয়েছিলেন। অনেকেই মনে করেন 'ডুরান্ড লাইন' (Durand Line) স্থাপন হয়ে যাওয়ার পরে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্য সীমান্ত নির্ধারণ হয়ে গেলে অনেক আফগান আটকে পড়ে সীমান্তের এপারে। যাঁদের মধ্য অনেকেই আর দেশে ফিরতে পারেননি। তাঁদেরই একটা অংশ ভারতে প্রবেশ করেন। যাঁরা পরবর্তীকালে কলকাতার অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং 'কাবুলিওয়ালা' হিসাবে পরিচিত হয়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সংখ্যা ছিল স্বল্প সংখ্যক। বর্তমানে সারা কলকাতাতে আনুমানিক প্রায় পাঁচ থেকে ছয় হাজারের মতো কাবুলিওয়ালাদের বসতি রয়েছে, যা কলকাতায় বসবাসরত অন্যান্য বিদেশি সংখ্যালঘু

জনগোষ্ঠীর নিরিখে একটা বিরাট অংশ। প্রথম দিকে এঁরা কলকাতা শহরের বড়বাজার, নিউমার্কেট, ধর্মতলা, ওয়েলিংটন, শ্যামবাজার, দমদম, সুখিয়া স্ট্রিট, ইকবালপুর, সেলিমপুর, পাকসার্কাস, রাজাবাজার, খিদিরপুর, ডায়মন্ড হারবার মতো জায়গাগুলিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে উত্তর চব্বিশ পরগণার কাঁকিনাড়া, নৈহাটি থেকে শুরু করে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশে, শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতি স্থাপন করেন।

তবে জীবিকার সন্ধানে ভারতে এসে 'কাবুলিওয়ালা'রা পেশা হিসাবে শুকনো ফল, মশলা ইত্যাদি ফেরি করে বেড়াতেন শহর থেকে মফসস্‌লের প্রান্তে প্রান্তে। তবে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পেশার ক্ষেত্রে অনেক বৈচিত্র্য এসেছিল। অতীতের পুরনো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 'মহাজনী কারবার' বা 'সুদের ব্যবসা' (Money Lending)। ভারত সরকার সুদের ব্যবসার জন্য কাবুলিওয়ালাদের লাইসেন্স (License) প্রদান করেছিলেন। তবে বর্তমান সময়ে নতুন প্রজন্মের কাবুলিওয়ালাদের সন্তানদের মধ্য পেশার বৈচিত্র্য এসেছে।

ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সমস্ত কাবুলিওয়ালা কলকাতাতে আকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন, তাঁরা কলকাতার 'প্রান্তিক' জনগোষ্ঠী হিসাবে রয়ে গেছেন। সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, আফগান কাবুলিওয়ালারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে যে 'আত্মপরিচয়ের সংকটের' (Identity Crisis) সম্মুখীন হচ্ছেন। আত্মপরিচিতি নির্মাণের ক্ষত্রে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কীভাবে তাঁদের স্থায়ী বসবাসের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেকথা ফুটে উঠেছে বারে বারে। একইসঙ্গে 'অভিবাসিত' ও 'ডায়াস্পোরা' জনগোষ্ঠী হিসাবে কাবুলিওয়ালা সম্প্রদায় কলকাতার সমাজ-অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে কীভাবে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে সে কথা উঠে আসে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাসের দৃষ্টিতে এবং গবেষণাতে কলকাতাতে বসবাসরত আফগান জনগোষ্ঠীর যে গুরুত্ব আছে তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। কাজেই বর্তমান সন্দর্ভে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের জীবন জীবিকার বহুবর্ণ দিকের উপর আলোকপাতের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার পরিধি

গবেষণা সন্দর্ভটিতে ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতা এবং স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমার মধ্য সীমাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে কলকাতাকে। কারণ ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কাজেই বেশিরভাগ সংখ্যালঘু বৈদেশিক জনগোষ্ঠী প্রাথমিক অবস্থাতে কলকাতাতে বসতি স্থাপন করেছিল। এক্ষেত্রে আফগান কাবুলিওয়ালারা কলকাতায় নিজেদের বাসস্থান হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। এছাড়া কাবুলিওয়ালাদের মধ্য একাংশ পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলাগুলিতে বসতি স্থাপনের জন্য বেছে নিয়েছিলেন।

গবেষণাকার্যের সময়কালকে নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ১৮৯২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সময়সীমাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই সময়সীমাকে বেছে নেওয়ার অন্যতম উদ্যেশ্য হল ১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি প্রকাশিত হয়। আবার এই সমসাময়িক সময়ে অর্থাৎ ১৮৯৩ সালে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্য বর্ডার স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিকরা যাকে 'ডুরান্ড লাইন' বলে আখ্যায়িত করেন। এই ডুরান্ড লাইন স্থাপিত হওয়ার কারণে অসংখ্য আফগান দেশান্তরিত হয়েছিলেন। যাঁদের একটা অংশ বাধ্য হয়ে ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হয়। ফলে ধরে নেওয়া হয় সেই সময় থেকেই কাবুলিওয়ালারা আগমন পর্ব শুরু হয়। আবার ২০১৬ সালে কলকাতার কাবুলিওয়ালা সম্প্রদায় তাঁদের সংগঠন 'খুদাই-ই-খিদমদ্গার' (Khudai Khidmatgar) নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম কলকাতাতে সমাজসেবা মূলক কাজের আনুষ্ঠানিক ভিত্তিস্থাপন করেন। একশো বছরের বেশি সময় ধরে কাবুলিওয়ালাদের কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই দীর্ঘ কালপর্বে কলকাতার কাবুলিওয়ালদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি কাবুলিওয়ালা বিষয়ক একাধিক বিষয়ের দিকে আমারা অনুধাবন করতে পারব বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটি থেকে।

পূর্ববর্তী গবেষণার প্রতি অবলোকন

ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতায় আগত বিভিন্ন বিদেশি সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠী নিয়ে পর্যাপ্ত সাহিত্য, প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং ইতিহাসে প্রচুর তথ্য পাওয়া গেলেও, উনিশ শতকের

মাঝামাঝি সময়ে আগত কলকাতার আফগান 'কাবুলিওয়ালা'দের নিয়ে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে তেমন কোনও ইতিহাস উঠে আসে না। একইসঙ্গে উঠে আসে না কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে ঐতিহাসিক এবং তথ্যনির্ভর আলোচনা। এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ বা প্রবন্ধে ভারত আফগান সম্পর্ক বিষয়ক বিষয়ে আলোচিত হলেও, কাবুলিওয়ালা নিয়ে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আলোচনা সমূহের অপ্রতুলতা রয়ে গেছে।

১৮৭০ এর দশকে আদমশুমারির মধ্য দিয়ে ভারতের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ ও বর্ণ ইত্যাদির তথ্য উঠে আসে ঔপনিবেশিক নথিতে। প্রথম আদমশুমারি ১৮৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দে ধর্মের নিরিখে ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন প্রদেশের জনসংখ্যার অবস্থান এবং তাঁদের পেশা ইত্যদি বিষয় গুরুত্ব পায়। ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অবস্থিত মানুষের অবস্থানের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকা থেকে আগত জনগোষ্ঠীর ইতিহাস উঠে আসে। ১৮৭২ সালে H. Beverley (1872) বাংলার জনগণনাতে দেখিয়েছেন যে ঔপনিবেশিক আমলে বাংলাতে অবস্থিত বিভিন্ন বিদেশি জনগোষ্ঠীর কথা। ঔপনিবেশিক আমলে বেভারেলীর রচনা ছিল সর্বপ্রথম বাংলা তথা কলকাতায় অবস্থিত আফগান এবং অন্যান্য বৈদেশিক সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস চর্চার অন্যতম প্রধান দলিল। এছাড়া William Wilson Hunter এর রচিত *The Indian Musalmans* (1876) গ্রন্থে তিনি ভারতবর্ষের মুসলমানদের নিয়ে আলোচনা করেছেন, যেখানে উত্তর-পূর্ব ভারতের পাঠান জাতিদের কথা উল্লেখযোগ্য ভাবে উঠে আসে।

তবে আফগানিস্তান এবং আফগান বিষয়ে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে একাধিক আলোচনা পাওয়া গেলেও কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সঙ্গে আমাদের সর্বপ্রথম পরিচয় ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বিশ্বনন্দিত ছোটগল্প *'কাবুলিওয়ালা'* নামক গল্পটির মধ্য দিয়ে। মূল গল্পে রবীন্দ্রনাথ রহমত নামের একজন আফগান কাবুলিওয়ালাকে দেখিয়েছেন, যিনি ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবিকা নির্বাহের তাগিদে ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতাতে এসেছিলেন সুদূর আফগানিস্তান থেকে। যাঁর পেশা ছিল শুকনো ফল, হিং, সুরমার মতো দ্রব্যাদি গ্রামে গ্রামে বিক্রি করা বেড়ানো এবং মহাজনী ব্যবসা। এছাড়া সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা *দেশে বিদেশে* (১৯৪৮) গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের

অন্যতম এক আকরগ্রন্থ হিসাবে পরিচিত। মুজতবা আলী তার নিজস্ব সহজাত শৈল্পিক কাব্যগুণের মাধ্যমে গ্রন্থটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক যুগের অনেক অজানা গল্পকথা ও ইতিহাস।

১৩৬৯ বঙ্গাব্দে শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা *পথ-চল্‌তি* (১৯৬০) গ্রন্থে 'কাবুলিওয়ালার সহযাত্রী' নামক গল্পের মধ্য কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে অনেকটা তথ্য উঠে আসে। যেমন কাবুলিওয়ালাদের ভাষা, তাঁদের খাদ্য, পাঠান উপজাতির শ্রেণিবিভাগ এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের বরিশালের পটুয়াখালিতে যে কাবুলিওয়ালাদের সুদের কারবারের প্রসঙ্গ। এছাড়া শ্রী রমানাথ বিশ্বাসের লেখা *আফগানিস্তান ভ্রমণ* (১৯৪৩) নামক গ্রন্থে তিনি আফগানিস্তানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে *কাবুলিওয়ালার বাঙালী বউ* (১৯৯৮) গ্রন্থটিতে সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে একেবারে অন্য এক চিত্র চিত্রায়িত করেছেন। গল্পটি লেখিকার জীবনের সঙ্গে ঘটে যাওয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ। যেখানে জাম্বাজ নামের এক আফগান কাবুলিওয়ালার সঙ্গে লেখিকার প্রণয়ঘটিত সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং আফগানিস্তানের কঠিন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশের মধ্য কাটানোর দীর্ঘ সময়ের দিনলিপি বর্ণিত হয়েছে।

The Kabuliwalas: Afghan moneylending and the credit cosmopolis of British India 1880-1947 (2020) নামক প্রবন্ধে H.William Warner কাবুলিওয়ালাদের সুদের ব্যবসার উপরে মূলত আলোকপাত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন আফগানিস্তানের কোন অঞ্চলের পাঠানরা এই ব্যবসাতে নিযুক্ত ছিলেন এবং ভারতের কোন প্রদেশগুলি থেকে এঁরা সুদের ব্যবসা পরিচালনা করতেন। *My Enemy's Enemy* (2017) গ্রন্থে *Avinash Paliwal' তাঁর Kabuliwallah A Brief History of India-Afganisthan* নামক প্রবন্ধে লিখেছেন ভারত-আফগানিস্তানের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্মাণে আফগান কাবুলিওয়ালাদের ভূমিকা কেমন ছিল।

সুকান্ত চৌধুরী তাঁর *Calcutta The living city* (1990) নামক দুই খন্ডের গ্রন্থে কলকাতার ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। এখানে দেখানো হয়েছে কাবুলিওয়ালারা কলকাতার মোমিনপুরে জুতোর (Chappal) ব্যবসাতে নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া *Muslims of Calcutta* (1974) গ্রন্থে M.K.M Siddique তুলে ধরেছেন কলকাতার মুসলিম

জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক ইতিহাসকে। কাবুলিওয়ালাদের আদি বাসস্থান, ব্যবসা বাণিজ্য, ধর্মীয় রীতি-নীতি, আফগান বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে নানা রকমের তথ্য উঠে আসে। তবে উক্ত গ্রন্থগুলিতে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অপ্রতুলতা রয়ে গেছে।

ইতিহাসের প্রেক্ষিতে কলকাতার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (২০০৩) গ্রন্থে শেখ মকবুল ইসলাম কলকাতার মুসলিম জনগোষ্ঠীর ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে কলকাতায় বসবাসরত দেশি বিদেশি মুসলিম জনগোষ্ঠীর ইতিহাস লিখেছেন। যাদের মধ্যে আফগানদের কথা লিখতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন কান্দাহার, মাজারশরিফ, গজনি থেকে কাবুলিওয়াদের কলকাতাতে আগমন ঘটেছিল।

গবেষণার উদ্যেশ্য

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের মূল উদ্যেশ্য ভারত আফগানিস্তান সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে কলকাতাতে বসবাসরত আফগান কাবুলিওয়ালাদের আর্থ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনের উপরে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং সন্দর্ভটির মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের পরিচয়, তাঁদের পেশাগত জীবন ও তাঁদের বেঁচে থাকার কৌশল এবং সর্বোপরি সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকের ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁদের সামাজিক সংগঠন, রাজনৈতিক অবস্থান এবং ধর্মীয় জীবনের একাধিক বৈচিত্র্যের কথা তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এছাড়া 'আত্মপরিচয় সংকট' কীভাবে তাঁদের জীবনের উপরে প্রভাব ফেলেছে সে বিষয়ে আলোকপাত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

গবেষণা সম্পর্কিত প্রশ্ন

সন্দর্ভের মূল প্রকল্পগুলিকে সামনে রেখে বর্তমান সন্দর্ভে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। যেমন-

১. ঔপনিবেশিক আমলে কীভাবে কাবুলিওয়ালা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল ?

২. ব্রিটিশ ভারতে আফগান কাবুলিওয়ালারা কীভাবে কলকাতার অর্থনীতির সঙ্গে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল ?

৩. স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে কলকাতার কাবুলিওয়ালারা কীভাবে নিজেদের অভিযোজিত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন?

৪. ভারত-আফগানিস্থান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রভাব কাবুলিওয়ালাদের জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল?

৫. কলকাতার মিশ্র অর্থনৈতিক জীবন এবং কাবুলিওয়ালাদের নিজেস্ব পেশার ধরন কীভাবে তাঁদের অর্থনৈতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করেছিল?

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণাসন্দর্ভ সমীক্ষা, তথ্য ও তত্ত্বের মেলবন্ধন নির্মিত হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষণাপত্র নির্মাণের জন্য কয়েকটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন প্রথম পর্যায়ে–তথ্য সংগ্রহ করা, এগুলি বিভিন্ন লেখ্যগার, গ্রন্থাগার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে-সংগৃহীত তথ্যগুলিকে সঠিকভাবে চয়ন করে তার ব্যবহার করা এবং সবশেষে নির্বাচিত তথ্যের সঠিক বিশ্লেষণের সাহায্যে সিদ্ধান্ত বা উপসংহারে উপনীত হওয়া। গবেষণার মূল উপাদানগুলি কলিকাতা জাতীয় গন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা লেখ্যগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচার লাইব্রেরি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা মেট্রোপলিটন লাইব্রেরি, ও বিভিন্ন জেলায় প্রতিষ্ঠিত গন্থাগার, এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বা সংবাদপত্রের লেখ্যগার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সব উপাদানের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থের বক্তব্যও এখানে সমান্তরালভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজন

বর্তমান সন্দর্ভটিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। ভূমিকাতে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা, সাহিত্য অভীক্ষা, উদ্দেশ্য, গবেষণা সম্পর্কিত প্রশ্ন, গবেষণার উপাদান, পদ্ধতি ও প্রতি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ভারত আফগানিস্থান ঐতিহাসিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে দু-দেশের মধ্য সম্পর্কের উৎপত্তি

ক্রমবিকাশ এবং আফগানদের ভারত আগমনের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে দু-দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রভাব কীভাবে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের উপরে পড়েছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে কলকাতার অভিবাসনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এবং কলকাতার অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়া অধ্যায়টিতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে কলকাতার অন্যান্য অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কাবুলিওয়ালাদের পার্থক্য কোথায়। একই সঙ্গে এই সমস্ত অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাবুলিওয়ালারা 'প্রান্তিক' ও 'ডায়াস্পোরা' জনগোষ্ঠীর পর্যায়ভুক্ত কিনা সেই বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া কাবুলিওয়াদের জীবনে কীভাবে আত্মপরিচয়ের সংকট নেমে এসেছে তার নিরিখে বাস্তুচ্যুতি এবং নাগরিকত্বের মতো সমস্যার উপরে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ঔপনিবেশিক আমলে আফগান কাবুলিওয়ালাদের কলকাতাতে আগমনের প্রেক্ষাপট এবং বসতি স্থাপনের কারণ। এছাড়া আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা, ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি কীভাবে তাঁদের অন্য দেশে দেশান্তরিত হতে বাধ্য করেছিল। একই সঙ্গে আলোচিত হয়েছে সমসাময়িক সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে কলকাতার গুরুত্ব এবং কলকাতাতে কাবুলিওয়ালাদের আগমনের প্রাথমিক পর্বের ইতিহাস। চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের পর্যালোচনা। অধ্যায়টিতে আলোচিত হয়েছে ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের অর্থনৈতিক জীবন কেমন ছিল এবং তাঁরা কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন। প্রথম দিকে তাঁদের অর্থনৈতিক জীবনের ধরন কেমন ছিল এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তাঁদের অবস্থার মধ্যে কী কী পরিবর্তন এসেছিল আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া তাঁদের সামাজ জীবনের অঙ্গ হিসাবে তাঁদের পারিবারিক জীবন, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অঞ্চলগত বিভাজন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে তাঁরা কীভাবে রাজনীতির আঙিনা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে, স্বজাতির উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের বিভিন্ন দিকের উপরে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রসাধন, সাজসজ্জা খাদ্য সংস্কৃতি, খেলাধূলা ও শরীর চর্চা, ভাষার মতো বিষয়গুলিকে গভীরভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ধর্মীয় জীবনের ক্ষেত্রে তাঁদের ধর্মীয় কার্যকলাপের বিভিন্ন দিকের মধ্য তাঁদের ধর্মীয় জীবন, ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আচার অনুষ্ঠানের উপরে আলোচিত হয়েছে। সবশেষে উপসংহারে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সার্বিক ইতিহাস তথা গবেষণার মূল বক্তব্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। সংযোজনীতে গবেষণার প্রাসঙ্গিক তথ্য, চিত্র, মানচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আর গবেষণায় ব্যবহৃত উপাদান ও সহযোগী উপাদানগুলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থপঞ্জিতে।

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

ড. রূপ কুমার বর্মণ

আধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

গবেষকের স্বাক্ষর

আনিসুল হক

ইতিহাস বিভাগ